যুগান্তর

তারিখ 14 NOV 2017
পৃষ্ঠা ২০ কলাম

পাঠ্যবই নিয়ে গবেষণা প্রতিবেদনে টিআইবি

এনসিটিবিতে ১৭ ধাপে দুর্নীতি

যুগান্তর রিপোর্ট

পাঠ্যপুস্তক তৈরি ও মুদ্রণের স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান এনসিটিবিতে অনিয়ম-দুর্নীতি প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ হয়েছে। বিনামূল্যের পাঠ্যবইয়ের পাণ্ডুলিপি তৈরি, ছাপা ও বিতরণে ২০টি ধাপ আছে। এর মধ্যে ১৭টিতেই বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতি হয়। এ কাজে জড়িত জাতীয় পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) কর্মকর্তারা জনগণের অর্থ অবৈধভাবে লুটে নিচ্ছেন। এ অপকর্মে চেয়ারম্যান থেকে পিয়ন পর্যন্ত জড়িত। সম্মানীর নামে এ বছরের পাঠ্যবইয়ের কাজ থেকে তারা মোট ৫১ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন। সংস্থাটির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একাংশের সঙ্গে দরপত্রদাতাদের আঁতাত আছে। যে কারণে টেন্ডার সম্পর্কিত গোপনীয় তথ্য প্রকাশ করে দেয়া হয়। সাম্প্রদায়িক মতাদর্শী গোষ্ঠীর দাবি অনুযায়ী পাঠ্যবইয়ে পরিবর্তনের মতো ঘটনাও ঘটেছে।

- অনিয়ম-দুর্নীতি প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ হয়েছে
- চেয়ারম্যান থেকে পিয়ন পর্যন্ত সবাই অনুমোদনহীন সম্মানী নিচ্ছেন

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) এক গবেষণায় উঠে এসেছে এসব তথ্য। সোমবার রাজধানীর ধানমণ্ডিতে টিআইবি কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে ওই গবেষণা প্রতিবেদন তুলে ধরা হয়। ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৫

এনসিটিবিতে ১৭ ধাপে দুর্নীতি

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

এনসিটিবি প্রথম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত তিন স্তরের শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবইয়ের কারিকুলাম, এর আলোকে পাঠ্যবই তৈরি এবং তা মুদ্রণের কাজটি করে থাকে। এর মধ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যবইয়ের কারিকুলাম ও পাণ্ডুলিপি তৈরির ক্ষেত্রে ৯টি ধাপের আটটিতেই অনিয়ম-দুর্নীতি হয়ে থাকে। আর পাঠ্যবই মুদ্রণে ১১টি ধাপ আছে। তার ৯টিতেই অনিয়ম-দুর্নীতি ঘটে থাকে।

সংবাদ সম্মেলনে 'জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) : পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও প্রকাশনা ব্যবস্থায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়' শীর্ষক প্রতিবেদনটি তুলে ধরেন টিআইবির গবেষক মোরশেদা আক্তার। এ সময় সংস্থাটির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান, উপদেষ্টা ড. সুমাইয়া খায়ের, পরিচালক রফিকুল হাসান, শাহাদাত এম আকরাম উপস্থিত ছিলেন।

ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, 'আমাদের গবেষণায় অনিয়মের ব্যাপক চিত্র উঠে এসেছে। এনসিটিবি মৌলিক দুটি কাজ করে। একটি হচ্ছে পাঠ্যপুস্তকের কারিকুলাম ও পাণ্ডুলিপি তৈরি, অপরটি পাঠ্যবই মুদ্রণ ও প্রকাশ। উভয় ক্ষেত্রে ১৭টি চ্যালেঞ্জ ধরা পড়েছে। এগুলো থেকে উত্তরণে আমরা ১৬টি সুপারিশ করেছি। এগুলো বাস্তবায়নের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।' এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'সরকারের মন্ত্রী এবং এমপিরা সরকারের সঙ্গে ব্যবসা করতে পারেন না। এ ক্ষেত্রে তেমন অভিযোগই এসেছে। এতে সমস্যা হচ্ছে, এ ধরনের লোক যদি পাঠ্যবই সংক্রান্ত কোনো ভুল-ত্রুটি বা অনিয়ম করে, তাহলে এনসিটিবির দায়িত্বশীলরা ব্যবস্থা নিতে পারেন না।'

প্রতিবেদন অনুযায়ী এনসিটিবির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বছর হয় ১৮ মাসে। অর্থাৎ তারা ১২ মাসে বেতনের বাইরে আরও ৬টি বোনাস নেন। অর্থাৎ নির্ধারিত কাজের জন্য একবার বেতন নেন। একই কাজের জন্য আবার বেতনের সমপরিমাণ বোনাস নেন। এছাড়া দৈনিকভিত্তিতে সম্মানীও নেন। এভাবে পাঠ্যবই উৎপাদন ও বিতরণ কাজে চেয়ারম্যান থেকে পিয়ন পর্যন্ত চলতি বছরই ৫১ লাখ টাকা সম্মানী নেন। গত বছর ২৭ লাখ ৬০ হাজার এবং ২০১৫ সালে সাড়ে ১৭ লাখ টাকা নেন। এসব টাকা নেয়ার ক্ষেত্রে সরকারি কোনো অনুমোদন নেই। অর্থাৎ অবৈধভাবে নেয়া হচ্ছে সম্মানীর বিভিন্ন অর্থ। যে কারণে মহানিরীক্ষকের (সিএজি) নিরীক্ষায় এ বিষয়ে আপত্তি দেয়া হয়েছে। ওই আপত্তি এখন পর্যন্ত নিষ্পত্তি হয়নি। এছাড়া পাঠ্যবই সংক্রান্ত যে কোনো কাজ সামনে এলেই কর্মশালা ডাকার প্রবণতা খুব বেশি। ওই কর্মশালার আড়ালে নানা হারে সম্মানীর নামে অর্থ লুটপাট করা হয়।

প্রতিবেদনে অনিয়ম-দুর্নীতির আরও বিভিন্ন দিক তুলে ধরে বলা হয়, পাঠ্যবইয়ের প্রকাশনা প্রক্রিয়ায় দুর্নীতিতে এনসিটিবি কর্মকর্তাদের একাংশ জড়িত। কোনো কোনো কর্মকর্তার মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান আছে। বেনামে ওই প্রতিষ্ঠান দরপত্রে অংশ নেয় ও কাজ পেয়ে থাকে। টেকনিক্যাল কমিটিতে অযোগ্য ঘোষিত হওয়ার পরও ঊর্ধ্বতন পর্যায় থেকে কার্যাদেশের জন্য চাপ দেয়ার ঘটনা আছে। কাজ নেয়ার ক্ষেত্রে অনিয়ম আছে। প্রতিষ্ঠানগুলোর নিজস্ব মুদ্রণ

সাম্প্রদায়িক মতাদর্শের প্রভাবে পাঠ্যবইয়ে লেখা নির্বাচন ও পরিবর্তন

বেনামে কর্মকর্তাদের প্রতিষ্ঠান কাজ নিয়ে থাকে

রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত হয়ে কার্যক্রম পরিচালনার আহ্বান

এনসিটিবিকে স্বাধীন কমিশনে রূপান্তরসহ ১৬ সুপারিশ

যন্ত্র, বাঁধাই, লেমিনেটিং ব্যবস্থা, কাটিং যন্ত্র ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মী থাকে না। এক কথায় দরপত্রে উল্লিখিত শর্তপূরণ করে না। মুদ্রণ কাজ দেয়ার আগে প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে শর্তগুলো পূরণ করে কিনা তা দেখার ব্যবস্থা আছে। এ কাজে পরিদর্শনকারী এনসিটিবি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা সম্মানী হিসেবে অর্থ নেন। তারপরও উল্লিখিত ঘাটতি থাকা প্রতিষ্ঠানগুলো কাজ পেয়ে যাচ্ছে। যে কারণে প্রাপ্ত কাজের ২০ শতাংশ সাব-কন্ট্রাক্ট করার সুযোগ থাকলেও শতভাগ কাজ সাব-কন্ট্রাক্টের অভিযোগ আছে। শুধু মুদ্রণ নয়, বাঁধাই, লেমিনেটিং ও কাটিংও সাব-কন্ট্রাক্ট দেয়ার অভিযোগ আছে। কেনাকাটায় মানহীন প্রতিষ্ঠানকে সরবরাহের অর্ডার দেয়াসহ ৪ ধরনের অভিযোগ আছে। সর্বোপরি, তদারকির নামে সম্মানী হিসেবে লাখ লাখ টাকা নেয়া হলেও কাগজ কেনা ও মুদ্রণ যথাযথভাবে তদারকি হয় না। ফলে নিম্নমানের বই চলে যাচ্ছে শিক্ষার্থীদের হাতে। এমনকি বিলম্বে বই যাচ্ছে। অভিযোগ আছে, এনসিটিবির কর্মকর্তাদের কেউ কেউ দরপত্র আহ্বানের আগেই বই মুদ্রণের প্রাক্কলিত দর নির্দিষ্ট কয়েকটি প্রতিষ্ঠানকে জানিয়ে দেন। এর ফলে প্রতিষ্ঠানগুলো নিজেদের মধ্যে সমঝোতা করে দরপত্র দাখিল করে। এভাবে দরপত্রে সিন্ডিকেট হয়। এতে আরও বলা হয়, বিতরণ পর্যায়েও নানা ধরনের অনিয়ম হয়। কয়েকটি জেলায় নির্ধারিত সময়ে পাঠ্যবই সরবরাহ করা না হলেও পরে সঠিক সময়ে প্রাপ্তি প্রতিবেদন দেয়া হয়। প্রতিবেদনে পাঠ্যবইয়ের পাণ্ডুলিপি প্রণয়নের প্রক্রিয়ায়ও বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম-দুর্নীতির চিত্র তুলে ধরা হয়। বলা হয়, এসব কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন দলের মতাদর্শীদের প্রাধান্য দেয়া হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও রাজনৈতিক বিবেচনায় কাউকে কাউকে কমিটি থেকে বাদ দেয়া হয়। কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী সদস্য ব্যক্তিগত পছন্দ ও স্বজনপ্রীতির মাধ্যমে নির্বাচন করা হয়। ক্ষেত্র বিশেষে অংশগ্রহণকারীদের মতামত নেয়া হয় না। পাঠ্যবই লেখকদের কারও কারও কারিকুলাম সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকে না। সমান সম্মানী দেয়া হলেও সব লেখকের অবদান পাঠ্যবইয়ে সমান থাকে না। এতে আরও বলা হয়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে লেখা নির্বাচনে ধর্মীয় বা সাম্প্রদায়িক মতাদর্শের প্রভাব দেখা যায়। আবার সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পাঠ্যবইয়ের কোনো কোনো বিষয় এবং শব্দ পরিবর্তন করা হয়। গবেষণায় বলা হয়, পাঠ্যবইয়ের কাজে বিষয়ভিত্তিক ও অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করা হয় না। যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও প্রেষণে আসা কর্মকর্তাদের বিশেষজ্ঞ হিসেবে নিয়োগ করা হয়। কারিকুলাম অনুসরণ না করেই অনেক সময় অনিয়মতান্ত্রিকভাবে লেখা পরিবর্তন করা হয়। এমনকি লেখকদের না জানিয়ে সংযোজন-বিয়োজন করা হয়। লেখা পরিবর্তনে সম্পাদকদের বাধ্য করা হয়। ২০১২ সালে নবম-দশম শ্রেণীর বাংলা বইয়ে দুটি কবিতা বাদ দিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার একটি কবিতা মৌখিক নির্দেশে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এতে বই পৌঁছাতে এক মাস দেরি হয়েছে। গবেষণা প্রতিবেদনের সার্বিক পর্যবেক্ষণে বলা হয়, এনসিটিবির কার্যক্রমে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ বিদ্যমান। এতে পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ক্রিয়া অস্বচ্ছ। সঠিকভাবে পাণ্ডুলিপি লেখা হচ্ছে না। এক্ষেত্রে দলীয় রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত প্রভাব বিদ্যমান। পাঠ্যবই ছাপায় দুই ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতি হয়। প্রথমত, ব্যক্তিগত আর্থিক সুবিধা আদায় এবং কার্যাদেশ প্রদানে দুর্নীতি।

প্রতিবেদনে এসব অনিয়ম-দুর্নীতি রোধ ও সমস্যা সমাধানে ১৬টি সুপারিশ তুলে ধরা হয়। এর মধ্যে আছে, এনসিটিবিকে একটি স্বাধীন কমিশন হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা। এ কমিশন গঠনের লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে খ্যাতিসম্পন্ন বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন। ওই কমিটি তিন থেকে ছয় মাসের মধ্যে কমিশন গঠনের সুপারিশ করবে। স্বাধীন কমিশন গঠনের আগে অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য চারটি কাজ উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, এনসিটিবির কার্যক্রমে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাব হ্রাস করা; কারিকুলাম ও পাণ্ডুলিপি প্রণয়নের জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন; বর্তমান পাঠ্যক্রমের প্রকাশ বা উন্মুক্তকরণ; অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের এনসিটিবির বোর্ডে সদস্য হিসেবে নিয়োগ; জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল অনুযায়ী এনসিটিবি'র কর্মীদের জন্য আচরণবিধি প্রণয়ন এবং সব তদন্ত প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে প্রকাশ। এছাড়া প্রতিটি পাঠ্যবইয়ের জন্য সম্পাদক, সংকলক ও লেখকদের সঙ্গে এনসিটিবির চুক্তির প্রথা প্রবর্তন; দক্ষতাসম্পন্ন লেখক নিয়োগ ও সুনির্দিষ্ট কাঠামোর আওতায় লেখকদের সম্মানী নির্ধারণ এবং পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণে ই-টেন্ডারিং প্রথা চালুর সুপারিশ করেছে টিআইবি।